৪৭। সরকারের নথিপত্র, ইত্যাদি তলব ও পরীক্ষার ক্ষমতা।— সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অথবা কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে, এই আইনের বা বিধির অধীন কোন আদেশ সংক্রান্ত কার্যধারার নথিপত্র, আদেশ প্রদানের এক বৎসরের মধ্যে, উক্ত আদেশের বৈধতা বা ন্যায্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্যে তলব ও পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ পরীক্ষান্তে কোন আপাত ভুল বা অশুদ্ধতা সংশোধন করিয়া তৎসম্পর্কে উহা যেরূপ বিবেচনা করে সেইরূপ আদেশ দান করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অধিকতর মূল্যের পণ্য [১][বাজেয়াপ্তকরণের] কোন আদেশ, বা বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে জরিমানা বৃদ্ধির কোন আদেশ, বা কোন অর্থদন্ড আরোপের কোন আদেশ বা অধিকতর পরিমাণ মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের কোন আদেশ, উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারেন এইরূপ ব্যক্তিকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগ না করিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কৌসুলী বা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ দান না করিয়া, প্রদান করা যাইবে না[২]ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে ধারা ৪২ এর অধীনে আপীল করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আবেদনকারী উক্ত সুযোগ গ্রহণ করেন নাই, সেই ক্ষেত্রে এই ধারার অধীনে তাহার আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।]

---

[১]। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৯০ বলে "বাজেয়াপ্তিকরণের" শব্দের পরিবর্তে "বাজেয়াপ্তকরণের" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

[২]। অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ... নং আইন) এর ধারা ...(১১) বলে দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত এবং শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে।